সূরা আল-মুনাফিকুন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"সূরা আল-মুনাফিকুন"**

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:১ থেকে ১১

যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট এসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।' আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাহার রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:১)

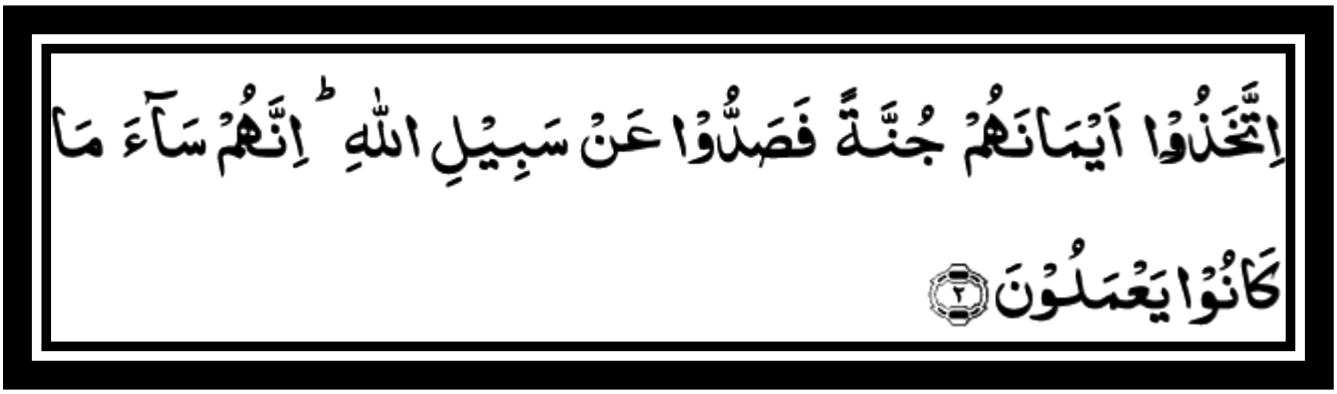

উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহর পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ! (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:২)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٣﴾

ইহা এই জন্য যে উহারা ইমান আনিবার পর কুফরি করিয়াছে। ফলে উহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে; পরিণামে উহারা বুঝে না। (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৩)

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ
كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ
فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٤﴾

তুমি যখন উহাদের দিকে তাকাও উহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহার যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে উহাদের কথা শ্রবণ কর, যদিও উহারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভসদৃশ; উহারা যে কোনো শব্দকে মনে করে উহাদেরই বিরুদ্ধে। উহারাই শত্রু, অতএব উহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও; আল্লাহ উহাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হইয়া উহারা কোথায় চলিয়াছে! (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৪)

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ
وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٥﴾

যখন উহাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আস, আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন,' তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া লয় এবং তুমি উহাদেরকে দেখিতে পাও, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।
(সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৫)

سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ اَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ ؕ لَنۡ يَّغۡفِرَ اللّٰهُ لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الۡفٰسِقِيۡنَ ۝٦

তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো, উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ উহাদেরকে কখনো ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।
(সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৬)

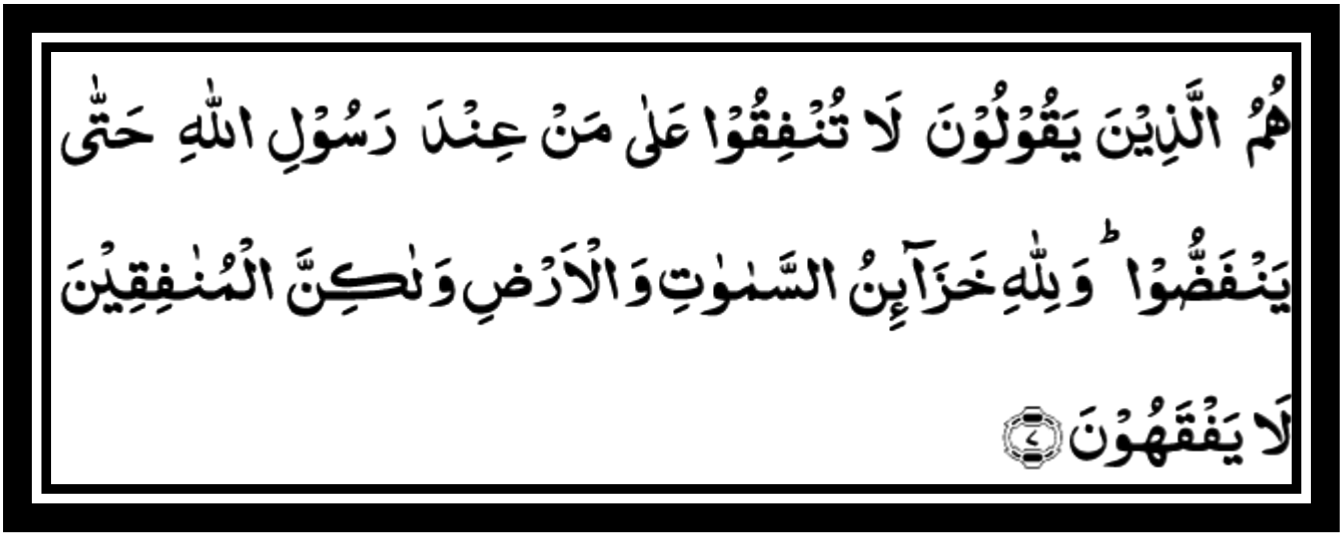
هُمُ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ لَا تُنۡفِقُوۡا عَلٰى مَنۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنۡفَضُّوۡا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلٰكِنَّ الۡمُنٰفِقِيۡنَ لَا يَفۡقَهُوۡنَ ۝٧

উহারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পরে।' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডার তো আল্লাহরই; কিন্তু মুনাফিকরা তাহা বুঝে না।
(সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

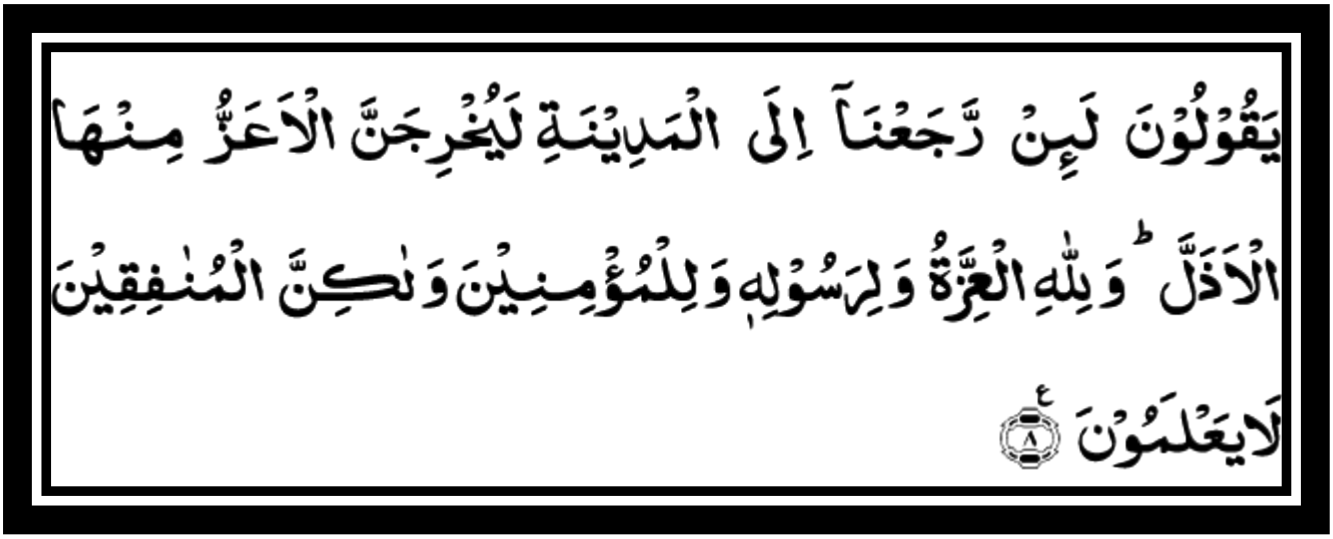
يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا
الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٨

উহারা বলে, 'আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে সেখান হইতে অবশ্যই প্রবল দুর্বলকে বহিস্কার করিবে।' কিন্তু শক্তি তো আল্লাহরই, আর তাহার রাসূল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকরা ইহা জানে না।
(সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝٩

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তোমরা তাহা হইতে ব্যয় করিবে তোমাদের কাহারো মৃত্যু আসিবার পূর্বে. অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম!' (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:১০)

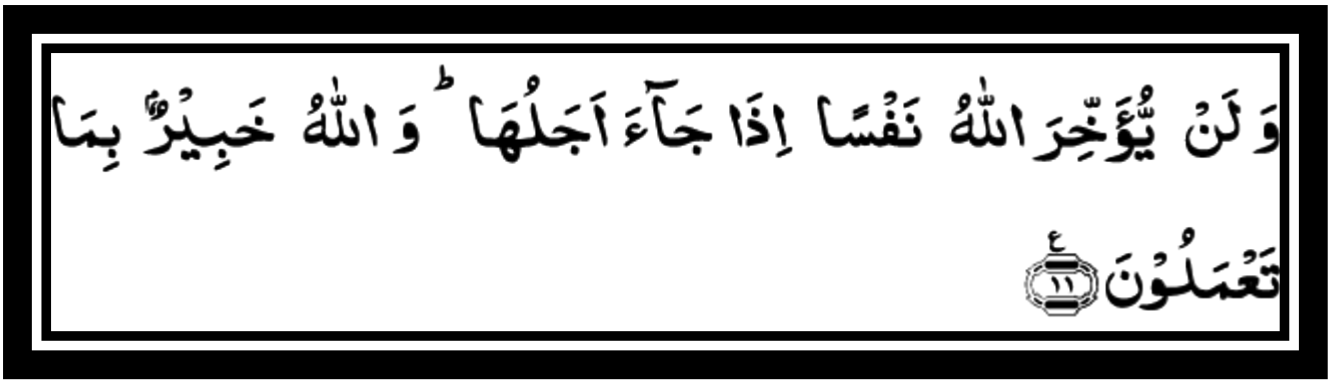
وَ لَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

কিন্তু যখন কাহারো নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ তাহাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা করো আল্লাহ সে সম্মন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আল-মুনাফিকুন ৬৩:১১)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

তাফহীমুল কুরআনের অনুকরণে কিছু ব্যাখ্যা

এ সূরাটি বনী মুসতালিক যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে অথবা মদীনায় পৌঁছার অব্যবহিত পরে নাজিল হয়েছিল। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মদীনায় খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিল। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে এক ব্যাক্তির নেতৃত্ব মেনে নিতে ঐক্যমতে পৌঁছেছিল, আর সেই হোল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। এ সব রাসূলের হিজরতের পূর্বের ঘটনা। আওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ৭৫ জন মক্কায় গিয়ে আকাবায় (১ম ও ২য় আকাবা) রাসূলের হাতে বাইয়াত করে তাকে মদিনায় হিজরতের আহ্বান করেছিল, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল. আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর ক্ষোভ ছিল যে রাসূল (স:) তার নেতৃত্ব কেড়ে নিয়েছেন। যদিও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করতে, এমনকি মদিনায় ইহুদি ও মক্কার মুশরিকদের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতো। বনী মুসতালিক যুদ্ধের ফেরার পথে নবীর স্ত্রী হযরত আয়শা (রা:) চরিত্রের উপর কলংক লেপন প্রচেষ্টায় এই মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। যেটা আল্লাহ তায়ালা ওহি নাজিল করে হযরত আয়শা (রা:) আর চারিত্রিক নিস্কুলটা ঘোষণা করেছিলেন (সূরা আন নুরে এ ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছিলেন)। এ প্রেক্ষাপটে সামনে রাখলে সূরাটি বুঝতে সুবিধা হবে।

সূরা মুনাফিকুনের ৫ ও ৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা: তারা (মুনাফিকরা) ইস্তিগফারের জন্য রাসূলের কাছে আসে না শুধু তাই নয় বরং এ কথা শুনে অহংকার ও গর্বভরে মাথা ঝাঁকুনি দেয়। সূরা তওবার (যেটা সূরা মুনাফিকুনের তিন বছর পরে নাজিল হয়) ৮০ ও ৮৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আত-তওবা ৯:৮০ ও ৮৪

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ
يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾

তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা একই কথা; তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ উহাদেরকে কখনোই ক্ষমা করিবেন না। ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূলের সঙ্গে কুফরি করিয়াছে। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা আত-তওবা ৯:৮০)

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ
كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

উহাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে তুমি কখনো উহার জন্য জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না; উহারা তো আল্লাহ ও তাহার রাসূলকে অস্বিকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। (সূরা আত-তওবা ৯:৮৪)

মুনাফিক তারাই যারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই।

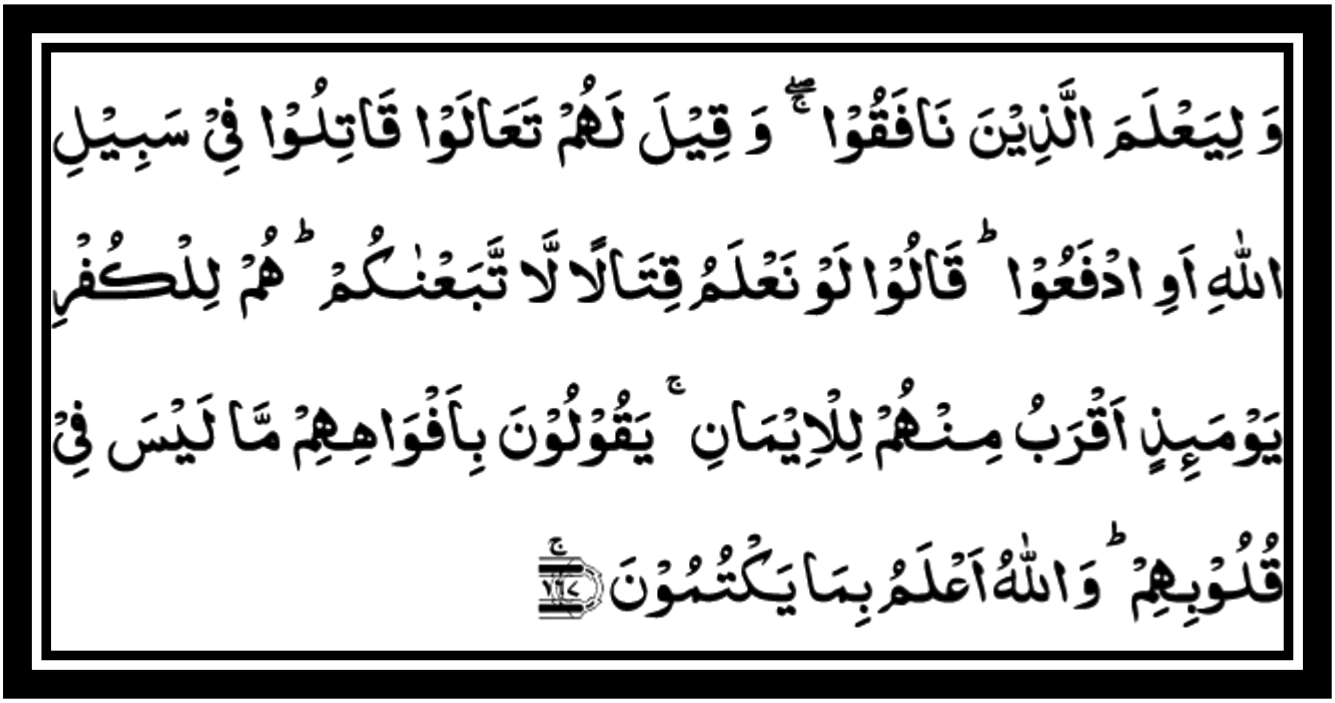
وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚۖ وَ قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ
يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ
قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾

এবং মুনাফিকদেরকে জানিবার জন্য এবং তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, 'আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তাহারা বলিয়াছিল, 'যদি যুদ্ধ জানিতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করিতাম।' সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটতম ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা যাহা মুখে বলে; তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ তাহা বিশেষ ভাবে অবহিত। (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৬৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

নিশ্চই মুনাফিক থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে. তুমি তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ ﴿١٤٥﴾

মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনো কোনো সহায় পাইবে না। (সূরা আন-নিসা ৪:১৪৫)

আল্লাহ তায়ালা সূরা আস-সাফ আর ২ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করোনা?"

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾

হে মুমিনগণ ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? (সূরা আস-সাফ ৬১:২)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন আমাদের মুখের কথা, অন্তরের কথা এবং কাজের যেন মিল থাকে।

আল্লাহ আমাদেরকে মুনাফিকী থেকে রক্ষা করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/